ইউনিট ৩ চারুকলা (তত্ত্বীয়)

ভূমিকা

আদিম কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে কারুকলা ছিল কৃষির একটা বিশেষ শাখা। আদিম সমাজে কারুকলাকে পবিত্র (Heavenly) বলে মনে করা হত। ধর্মীয় অনুশাসনের মতো কারুকলার নিয়মকানুনের গোপনীয়তা যেমন রক্ষা করা হত, তেমনি কারুশিল্পের স্বর্ণ যুগেও প্রতিযোগী ও অনুসারীদের প্রতিহত করার জন্য শিল্পকর্মে গোপনীয়তা রক্ষা করা হত। কোন পরিবার বিশেষ কোন কারুশিল্পে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠলে সে দক্ষতা ও কলাকৌশল উত্তরাধিকার সূত্রে কয়েকটি পরিবারের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যেত, যেমনটি জমিজমা/সম্পত্তি ভাগাভাগি হয় এবং আরো মজার ব্যাপার হলো সেই সব পরিবারের কন্যা সন্তানদের সেই বিশেষ দক্ষতা শেখানো হতো না, শেখানো হতো বধুদের। যেহেতু কন্যারা অন্য পরিবারে চলে যাবে। সেই বিশেষ দক্ষতা ও কলাকৌশল যাতে অন্য পরিবারে পাচার না হয়। তাই কন্যাদের নয়, বধুদের শেখানো হতো।

আলোচনার সুবিধার্থে এই ইউনিটটিকে তিনটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ - ৩.১: কারুকলার পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলাদেশের লোকশিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

পাঠ - ৩.২: কারুপণ্যে লোকশিল্পে ব্যবহৃত ও প্রচলিত বিভিন্ন নক্সার অনুশীলন

পাঠ- ৩.৩: লোকশিল্পের সাথে কুটির শিল্পের সম্পর্ক

পাঠ ৩.১ কারুশিল্পের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলাদেশের লোকশিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কারুকলা কি তা বলতে পারবেন;
- লোকশিল্প ও কুঠির শিল্পের সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারবেন এবং
- কুটির শিল্প ও লোকশিল্পের মধ্যে পার্থক্য কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পরিচিত

কারুকলা বলতে আমরা কি বুঝি? কারুশিল্পকে দৃষ্টি নন্দন করার জন্য কায়িক পরিশ্রমে নক্সা অঙ্কনকে কারুকলা বলা হয়। কায়িক পরিশ্রমে ব্যবহারিক প্রয়োজনে যে শিল্পকর্ম তৈরি হয়, তাই কারুশিল্প। কারুশিল্প যখন ক্রমান্বয়ে একাধিক লোকের মাঝে প্রসার লাভ করবে তখন তা লোকশিল্প। কারুশিল্প যখন গুণের চেয়ে গুণতির হিসেব বেশি হবে এবং কিছুটা যন্ত্রের ব্যবহার হবে, তখনই তা কুটির শিল্প হিসেবে পরিচিতি হবে। ব্যবহারিক বস্তুকে সৌন্দর্য দান করার উদ্দেশ্যে জটিলতা বর্জিত, সহজ উপকরণ বা হাতিয়ার দ্বারা কায়িক কৌশলে যে অলংকরণ করা হয় তার নাম কারুকলা। এই কারুকলা লোকশিল্প, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতি কারুশিল্পের মাঝেই পরিলক্ষিত। সহজ কথায় কারুশিল্পের উপর কারুকলা প্রয়োগ করা হয়। কারুকলায় কৌশল ও বুদ্ধিবৃত্তি অধিকভাবে কাজ করে।

কারুশিল্পকে আরো অধিক সমাদৃত, দৃষ্টি নন্দন ও সেই সাথে ব্যবহারিক প্রসারের স্বার্থে কারুকলার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কারুশিল্পের গুণগতমান বৃদ্ধির প্রয়োজনে কারুকলার ব্যবহার। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মসলিন নিয়ে আমরা কারুশিল্পের গর্ব করতে পারি। বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী জামদানী কারুশিল্পকে নিয়েও গর্ব করার মতো। জামদানী কারুশিল্প বয়নে নানা প্রকার ঐতিহ্যগত নক্সা ও বিষয়বস্তু ব্যবহারে কারুকলার সার্থক প্রয়োগ বলা যায়। এগুলো কুশলী কারিগরদের সুষ্ঠ কারুকলার নিদর্শন, যা সর্বস্তরের ভোক্তাকে আকৃষ্ট করে। তদ্রুপ মাটির কারুশিল্প, বাঁশ ও বেতের আসবাবপত্র, শীতল পাটি, ঝিনুকের গহনা, কাঠের আসবাবপত্র, ব্যবহারিক দ্রব্য, কাঁসা পিতলের ও সোনা রূপার কাজ ছাড়াও বহুবিদ কারুশিল্পে কারুকলার সার্থক ব্যবহার প্রয়োজন রয়েছে। কারুকলা কারুশিল্পের মান ও চাহিদা বৃদ্ধি করে।

লোকশিল্প পরিচিতি

লোকশিল্প জানতে হলে প্রথমেই জানতে হবে লোকশিল্প কি? লোকশিল্প ও কারুশিল্পের পার্থক্য কতটুকু এবং কারুকলায় লোকশিল্পের ব্যবহার কতটুকু? লোকশিল্পের সাথে কারুকলার সম্পর্ক কি?

আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি কারুকলা কাকে বলে। কারুশিল্প ও লোকশিল্পের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়। কায়িক পরিশ্রমে সহজ সরল হাতিয়ারের সাহায্যে অংকন করাকে কারুকলা বলা হয়। এই কারুকলা যখন বংশানুক্রমে চলতে থাকে অথবা একই মটিভ বা নক্সা বিভিন্ন কারুশিল্পীগণ কারুশিল্পে প্রয়োগ করে, তখনই তা লোকশিল্পে রূপ নেয়। অথবা এভাবে বললেও চলে যে, একাধিক লোকের সৃষ্ট কারুশিল্পের মাঝে একই

লৌকিক ফর্ম বা মটিভ যখন থাকবে, তখনই তা লোকশিল্প হিসেবে পরিচিত হবে। কারুশিল্প, কারুকলা ও লোকশিল্পের মাঝে সামান্যই পার্থক্য বিদ্যমান।

নকশীকাঁথা যেমন কারুশিল্প তেমনি সেখানে কারুকলার প্রয়োগ এবং এই প্রয়োগ যখন বংশানুক্রমে অথবা অনেক কারুশিল্পের মাঝে বিদ্যমান থাকে, তখন তা লোকশিল্পে পরিগণিত ধরা হয়। মোটকথা একাধিক কারুশিল্পে একাধিক লোকের মিলিত প্রচেষ্টায় যে কারুশিল্পের সৃষ্টি তা লোকশিল্পের জন্ম দেয়। এই লোকশিল্পগুলো যখন দেশীয় সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে, তখন তা ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নকশীকাঁথা ও জামদানী শাড়ী আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এছাড়া লক্ষী শরা, সখের হাড়ি, নকশী পিঠা, শীতল পাটি, নকশী শিকা, নকশী পুতুল, আল্পনা, উল্কি, গরু গাড়ীর ছই, পালকি এ সবই লোকশিল্পের উদাহরণ। এছাড়াও মৃৎ পাত্র, তামা, কাঁসা, পিতল, লোহা ও অলংকার শিল্পের মাঝেও লোকশিল্প বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. বংশানুক্রমে লোকশিল্প শেখান হত-
   ক. কন্যাদের খ. বধুদের
   গ. অতিথিদের ঘ. ভৃত্যদের।

২. জামদানী হল-
   ক. ক্ষুদ্র শিল্প খ. আধুনিক শিল্প
   গ. ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প ঘ. প্রাচীন শিল্প।

৩. আল্পনা হল-
   ক. একটি খাদ্যের নাম খ. একটি পিঠার নাম
   গ. একটি লৌকিক নক্সার নাম ঘ. একটি আধুনিক নক্সার নাম।

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. কারুকলা বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ লিখুন।
২. বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি লোকশিল্পের নাম লিখুন।

পাঠ ৩.২

কারুপণ্যে লোকশিল্পে ব্যবহৃত ও প্রচলিত বিভিন্ন নক্সার অনুশীলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লোকশিল্পের নক্সার সাথে পরিচিতি লাভ করতে পারবেন;
- অনুশীলনের মাধ্যমে লোকশিল্পের নক্সাকে বিভিন্ন কারুশিল্পে ব্যবহার করতে পারবেন।

নকশা

নকশীকাঁথার নক্সা	আল্পনার নক্সা	সখের হাড়ির নক্সা	লক্ষ্মী সড়ার নক্সা
শীতল পাটির নক্সা	নকশী পিঠার নক্সা	কাঠের পুতুলের নক্সা	মাটির পুতুলের নক্সা

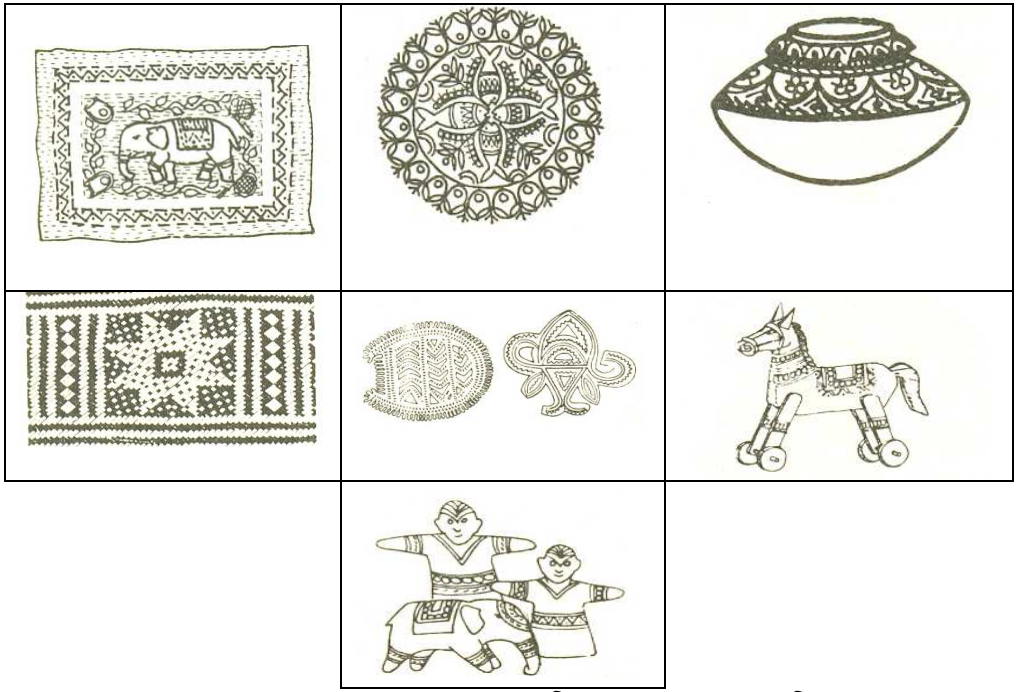

চিত্র ২৭: লোক ও কারুশিল্পের নমুনা।

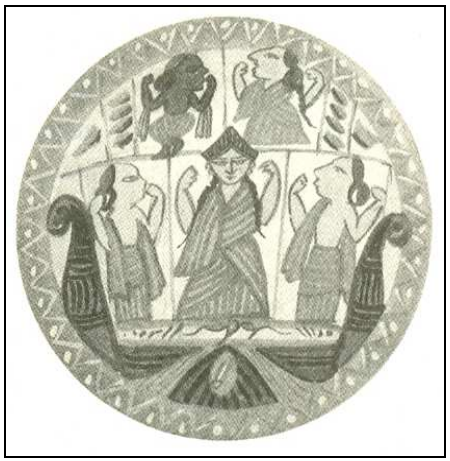

লক্ষ্মী সড়ার ছবি (সাদা কালো)
রঙিন ছবির নমুনা পরিশিষ্ট 'ক' তে দ্রষ্টব্য

পাঠ ৩.৩ লোকশিল্পের সাথে কুটির শিল্পের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লোকশিল্প ও কুটিরশিল্প কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- লোকশিল্প ও কুটিরশিল্পের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

লোকশিল্প ও কুটির শিল্পের সম্পর্ক

আমরা ইতোপূর্বেই জেনেছি লোকশিল্প কাকে বলে। সেই সাথে আমরা জেনেছি কুটির শিল্প কি? মূলত লোকশিল্প ও কুটির শিল্পের সাথে যেমন সম্পর্ক রয়েছে তেমনি বৈসাদৃশ্যও রয়েছে অনেক। লোকশিল্প কুটির শিল্পের আওতায় এলেও কুটির শিল্প লোকশিল্পের আওতায় নাও আসতে পারে। কারুশিল্প যখন যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংকন করে গুণের চেয়ে গুণতির দিকে বেশি নজর দেয়া হয় তখন কুটির শিল্পের আওতায় আসে। কিন্তু শুধুমাত্র সহজ-সরল হাতিয়ারের সাহায্যে কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে একাধিক লোকের সমন্বয়ে বংশানুক্রমে বা বিভিন্ন অঞ্চলে একই ফর্মে কারুশিল্প তৈরিই লোকশিল্প। কাজেই আপাত: দৃষ্টিতে লোকশিল্প ও কুটির শিল্পের পার্থক্য মনে না হলেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। লোকশিল্প এবং কুটির শিল্প মূলত উভয়ই কারুশিল্প। কুটির শিল্পে যন্ত্রের ব্যবহার কিন্তু লোকশিল্পে হাতের ব্যবহারই মুখ্য।

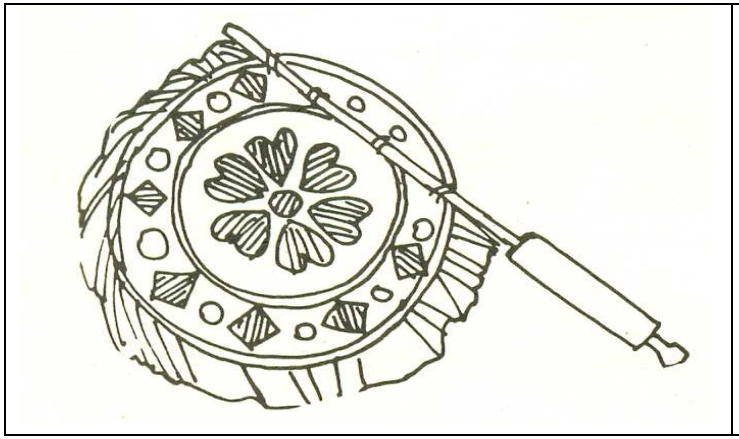

চিত্র ২৮: লোকশিল্পের ছবি

চিত্র ২৯: কুটির শিল্পের ছবি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নক্সার ব্যবহার হয়-
ক. আধুনিক দালানে
খ. আধুনিক পোশাকে
গ. আধুনিক চিত্রে
ঘ. নকশী পিঠা ও নকশীকাঁথায়ভ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. লোকশিল্পের সাথে কুটির শিল্পের সম্পর্ক কি? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।